কিয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা

১- দুনিয়া থেকে আখিরাতে প্রবেশ ঃ

ক) মৃত্যু এমন এক পদ্ধতি যা সকলের জন্যেই নির্ধারীত ঃ

كل نفس ذائقة الموت (আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

খ) মৃত্যুর সময় এবং স্থান নির্দিষ্ট নয় ঃ

ما تدرى نفس باى ارض تموت (লোকমান ঃ ৩৪)

২- কিয়ামত হওয়ার দলিল ঃ

ক) ইব্রাহীমের (আঃ) সামনে পাখিদের জীবীত হওয়া ঃ

و اذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال او لم تومن قال بلى و لكن ليطمئن قلبى قال فخذ ..... و اعلم ان الله عزيز حكيم (বাকারা ঃ ২৬০)

খ) আসহাবে কাহ্ফ-এর জীবিত হওয়া ঃ

و لبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين و ازدادو تسعاً (কাহ্ফ ঃ ২৫)

গ) মুসার (আঃ) হাতে নিহত হওয়া ব্যক্তির জীবিত হওয়া ঃ

فقلنا لضربوه ببعضها كذلك ..... لعلكم تعقلون. (বাকারা ঃ ৭৩)

ঘ) ঈসার (আঃ) মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়া ঃ

و تبرئ الاكمه و الابرص باذنى و اذتخرج الموتى (মায়েদাহ্ ঃ ১১০)

ঙ) মুসার (আঃ) গোত্রের ৭০ জনের জীবিত হওয়া ঃ

و اذ قلتم يا موسى لن ..... لعلكم تشكرون. (বাকারা ঃ ৫৫)

৩- দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ক) দুনিয়ায় নিজের আমলকে লুকিয়ে রাখা যায় কিন্তু কিয়ামতে তা সম্ভব নয় ঃ يوم تبلى السرائر (তারিক ঃ ৯)

খ) দুনিয়ায় ক্ষমা চাওয়া সম্ভব কিন্তু কিয়ামতে তা সম্ভব নয় ঃ

و لا يوذن لهم فيعتذرون (মুরসিলাত ঃ ৩৫)

গ) দুনিয়ায় শাস্তি থেকে পলায়ণ করা সম্ভব কিন্তু কিয়ামতে তা সম্ভব নয় ঃ

اين المفر كلا لا وزر (কিয়ামত ঃ ১০-১১)

ঘ) দুনিয়ায় নিজের দোষকে অন্যের ঘাড়ে চাপানো সম্ভব কিন্তু কিয়ামতে তা সম্ভব নয় ঃ

لا تزرو وازرة وزر اخرى (ফাতির ঃ ১৮)

৪- কিয়ামতের বিভিন্ন নাম ঃ

ক) আল্লাহ্‌র মালিকত্ব অবির্ভাবের দিন ঃ

مالك يوم الدين (হামদ ঃ ৪)

খ) খোদা অবিশ্বাসীদেও জন্য এশটি ভয়ঙ্কও দিন ঃ

قالوا يا و يلتنا هذا يوم الدين (সাফ্‌ফাত ঃ ২০)

গ) আমলসমূহের পুরস্কার দেখার দিন ঃ

يوم لا تملك نفس لنفس شيأً (ইনফিতার ঃ ১৯)

ঘ) গোনাহ্‌গার ও বেঈমানীদের হতাশার দিন ঃ

و يوم تقوم الساعة يلبس المجرمون (রূম ঃ ১২)

৫- কিয়ামতের দিনে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে ঃ

ক) বন্ধু ও বন্ধুত্ব ঃ

يوم لا يغنى مولى .....ينصرون (দুখান ঃ ৪১)

খ) মুখ ঃ

اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم (মু'মিনুন ঃ ১০১)

৬- কিয়ামতের দিনে গোনাহ্গার ব্যক্তির কামনা ঃ

ক) দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া ও ঈমান আনায়ণ করা ঃ

و لو ترى اذ وقفوا على ..... نكون من المومنين (আনয়াম ঃ ২৭)

খ) নবীর (সাঃ) দ্বীনের অনুসারী হওয়া ঃ

يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً (ফুরকান ঃ ২৭)

গ) দুনিয়ায় ভাল কাজের আঞ্জাম দেয়া ঃ

يقول يا ليتنى قدمت لحياتى (নাবা ঃ ৪০)

৭- কিয়ামত দিনের স্বাক্ষীগণ ঃ

ক) স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা ঃ

ان الله على كل شيٍ شهيد (হাজ্জ ঃ ১৭)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালার নবীগণ (আঃ) ঃ

يوم نبعث فى كل امه شهيداً.....على هولاء (নাহ্ল ঃ ৮৯)

গ) মাসূমিনগণ (আঃ) ঃ

و كذالك جعلناكم .....الرسول عليهم شهيداً (বাকারা ঃ ১৪৩)

৮- কিয়ামত দিনের প্রশ্ন ঃ

ক) সকলের কাছে প্রশ্ন করা হবে ঃ

فلنسئلن الذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين (আ'রাফ ঃ ৬)

খ) সকল কিছুর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে ঃ

و لتسئلن عما كنتم تعملون (নাহ্‌ল ঃ ৯৩)

৯- কিয়ামত দিনের হিসাব-নিকাশ ঃ

ক) আল্লাহ্‌ নিজেই সকলের আমলের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করবেন ঃ

ثم ان علينا حسابهم (গাসিইয়া ঃ ২৬)

খ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে ঃ

ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله (বাকারা ঃ ২৮৪)

গ) ছোট আমলকেও হিসাব করা হবে ঃ

يا بنى انها ان تك .....ان الله لطيف خبير (বাকারা ঃ ২৮৪)

১০- কিয়ামত দিনের শাফায়া'ত ঃ

কিয়ামতের দিনে শাফায়া'তের ব্যবস্থা থাকবে কি থাকবে না এ ব্যাপারে তিন ধরনের আয়াত আমাদের সামনে দেখতে পাই। যার মধ্যে কিছু আয়াত বলছে কিয়ামতের দিনে কোন শাফায়া'ত গ্রহণ করা হবে না (বাকারা ঃ ২৫৪)। আবার কিছু আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা শাফায়া'তকে সল্প মাত্রায় উল্ল্যেখ করেছেন (যুমার ঃ ৪৪)। আবার অন্য কিছু আয়াতে শাফায়া'তকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বলে বর্ণনা করেছে (সাবা ঃ ২৩)। আবার অন্য কিছু আয়াতে যারা শাফায়া'ত পাবে তাদের কিছু শর্ত বর্ণনা করেছে (মারিয়াম ঃ ৮৭) ইত্যাদি।